পাঁচদফা কর্মসূচির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ

গ্রন্থনায়
মুহাম্মাদ জোবায়ের হোসাইন

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

পাঁচদফা কর্মসূচির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
মুহাম্মাদ জোবায়ের হোসাইন

প্রকাশনায়
আই. এস. সি. এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২-৯৫৫৭১৩১
ওয়েব : www.iscabd.org
ই-মেইল : iscabd91@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	: জুলাই ২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ	: নভেম্বর ২০০৮
পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ	: জুন ২০১০
চতুর্থ প্রকাশ	: নভেম্বর ২০১৪

স্বত্ব
আই. এস. সি. এ পাবলিকেশন্স

নির্ধারিত মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

PANCH DAFA KARMASUCHIR JOWKTIKATA BISLASON
By Md. Jobaer Hossain, Published By I.S.C.A. Publications
55/B Purana Paltan (2nd floor), Dhaka.
Fixed Price : Taka 15.00 Only

সূচিপত্র

ভূমিকা/৪
ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক কর্মসূচি/৬
পাঁচদফা কর্মসূচির বিশ্লেষণ/১১

প্রথম দফা কর্মসূচি
ইলম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ)/১১
কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল
ইলম সংক্রান্ত দলিল/১৩
তারবিয়াত সংক্রান্ত দলিল/১৫

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি
আমল ও তাযকিয়াহ (আমল ও আত্মশুদ্ধি)/১৬
কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল
আমল সংক্রান্ত দলিল/১৭
তাযকিয়াহ সংক্রান্ত দলিল/২০

তৃতীয় দফা কর্মসূচি
তাবলীগ (দাওয়াত)/২১
কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল
তাবলীগ সংক্রান্ত দলিল/২৩

চতুর্থ দফা কর্মসূচি
তানজীম (সংগঠন)/২৫
কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দলিল
তানজীম সংক্রান্ত দলিল/২৬

পঞ্চম দফা কর্মসূচি
ইনকিলাব (ইসলামী সমাজবিপ্লব)/২৯
সমাজ বিপ্লবের পথ/৩০
ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিকতা/৩০
কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দলিল/৩৩
ইনকিলাব সংক্রান্ত দলিল/৩৯
কর্মসূচির যথার্থতা/৩৯
কর্মসূচির ধারাবাহিকতা/৪১
কর্মসূচির সময়োপযোগিতা/৪৩

ভূমিকা

আদর্শকে বিজয়ী করা বা প্রতিষ্ঠিত রূপ দেওয়ার প্রথম শর্ত লক্ষ্য নির্ধারণ। অর্থাৎ আদর্শ কী চায় এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি কী– তা জেনে নেওয়াই হলো প্রথম কাজ। লক্ষ্য অবগত হওয়ার পর যে বিষয়ের উপস্থিতি একান্তই জরুরী, তা হলো লক্ষ্যে পৌঁছার যথার্থ, ধারাবাহিক ও সময়োপযোগী কর্মসূচি। কোন আদর্শই লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সক্ষম হবে না, যে পর্যন্ত না তার কর্মসূচি যথার্থ, ধারাবাহিক ও সময়োপযোগী হবে। পরবর্তীতে আসে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি। একটি আদর্শিক বিজয়ের জন্য কর্মসূচির যথার্থতা, ধারাবাহিকতা ও সময়োপযোগিতাই আলোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্মসূচি সংক্রান্ত তিনটি পর্যায়ের যৌক্তিকতা তুলে ধরার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত আলোচনার সমাপ্তি ঘটবে, ইনশাআল্লাহী।

লক্ষ্য নির্ধারন হওয়ার পর আদর্শকে লক্ষ্যপানে নিয়ে যেতে যে বিষয়টির ভূমিকা থাকবে, তাকেই আমরা কর্মসূচি নামে অভিহিত নিধারিত করছি। আদর্শিক বিজয়ই হলো এ কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রাপ্তি। একটি সমাজকাঠামো বা সাংবিধানিক কাঠামো যদি কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শের বিপরীত হয়, তাহলে প্রচলিত সমাজকাঠামো বা সাংবিধানিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিয়মতান্ত্রিক স্থায়ী কর্মসূচি প্রয়োগই আদর্শের দাবি। কাঙ্ক্ষিত ও মনোনীত আদর্শের পক্ষে এবং প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিরুদ্ধে নির্ধারিত কর্মসূচির ধারাবাহিক প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সমাজ বা সাংবিধানিক কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব। সমাজকাঠামোর পরিবর্তিত অবস্থাকে সমাজবিপ্লব বলা হয়। আর সমাজবিপ্লীবই হলো কর্মসূচির সর্বশেষ পরিণতি। মনোনীত ও কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শ যদি ইসলাম হয়, তাহলে যথার্থ কর্মসূচির দৃষ্টান্ত রয়েছে এ বিপ্লবী জীবনাদর্শের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনীতে।

কুরআনুল কারীমের ভাষায়–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন (জীবনব্যবস্থা) একমাত্র ইসলাম।" (আল-ইমরান, আয়াত: ১৯)

কুরআন পাকে ঘোষিত এ সর্বজনীন জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত রূপ দিতে গিয়ে বিপ্লবী কণ্ঠের প্রথম আহ্বান এভাবেই উচ্চারিত হয়েছে–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْا

অর্থ : "হে মানবজাতি! বল– আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাহলেই তোমরা সফলকাম।" (সূত্র- মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪১ পৃ.)

মানবতার মুক্তির দূত, ইসলামী সমাজবিপ্লবের পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এ বিপ্লবী ঘোষণাই প্রচলিত জাহেলী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিকে ভেঙে দিয়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থার সূচনা করে। তবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রাপ্তির জন্য বিস্তৃত দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বস্তুত রাসূল সা.-এর বিপ্লবী জীবনের পরিপূর্ণতা পেয়েছে মনোনীত জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত রূপ দেওয়ার মধ্য দিয়েই। জীবনের সকল কর্মসূচি আবর্তিত হয়েছে এ চূড়ান্ত প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করেই। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় রাসূল সা.-এর মক্কী জীবনের কর্মসূচি তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাতের দাওয়াত ছিল চূড়ান্ত প্রাপ্তি অর্থাৎ খিলাফতব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার ধারাবাহিকতা। নবুয়তী জিন্দেগীর এসকল প্রাথমিক কর্মসূচি ছিলো সমাজ পরিবর্তনের প্রস্তুতি পর্ব। মক্কী জিন্দেগীতে সমাজবিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়াতে মাদানী জিন্দেগীর প্রয়োজন হয়েছে এবং খিলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী এ জীবনাদর্শ পরিপূর্ণতা পেয়েছে। কুরআনুল কারীমের ঘোষণা–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ : 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক কর্মসূচি

রাসূল সা.-এর বিপ্লবী জিন্দেগীতে প্রণীত ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক কর্মসূচি আমাদের জীবনচলার পাথেয়। নবুয়তী জিন্দেগীর প্রারম্ভকাল থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রণীত কর্মসূচির ধারাবাহিক বিন্যস্ত রূপ ইসলামী বিপ্লবপ্রত্যাশীদের সামনে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। এককথায় ইসলামী জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রচলিত সমাজকাঠামোর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিতে রাসূল সা. প্রণীত কর্মসূচির বিকল্প নেই।

হেরা পর্বতের গুহায় গভীর চিন্তা, ধ্যানমগ্ন ও গবেষণারত অবস্থায় আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে প্রথম কর্মসূচি রাসূল সা.-এর কাঁধে অর্পিত হলো। ঘোষিত হলো–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

অর্থ : 'পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্ত থেকে। পড়! তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।' (সূরা আলাক, আয়াত : ১-৩)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অর্জিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুরু হলো গোটা মানবজাতির প্রতি রাসূল সা.-এর জ্ঞানদান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অর্থ : 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি (রাসূল) তাদেরকে (মানবজাতিকে) আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে তারা

সুস্পষ্ট গোমরাহীতা নিমজ্জিত ছিল'। (সূরা জুম'আ, আয়াত : ২)
ওহীর ধারাবাহিকতায় শুরু হলো বান্দার আমলের কর্মসূচি। আমলী জিন্দেগীর মূলমন্ত্র কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ। ঘোষিত হলো বিপ্লবী আওয়াজ–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" সমাজবিপ্লবের এ আওয়াজ প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রচন্ড আঘাত হানল। সত্যসন্ধানীদের বিবেক খুলে গেল, মুক্তির শ্লোগানে আকৃষ্ট হলো মাজলুম মানবতা। তা দেখে কায়েমী সমাজপতিরা ফুঁসে উঠল অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে।
আমলী জিন্দেগীর প্রাথমিক ধাপেই আহ্বান আসল– তাওহীদ ও রিসালাতের এ বিপ্লবী বাণী শুধু জানার মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না, মানার জিন্দেগীও তৈরি করতে হবে।
ঈমানের তিনটি শর্ত : মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং কাজে পরিণত করা। 'আল্লাহপাকের প্রভুত্ব ও একত্ববাদ এবং রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্ব ও রিসালাত' শুধু বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, তাগিদ আসলো জীবনের বাস্তবতায় মিলিয়ে নেওয়ার। শুরু হলো মেকী প্রভুত্বের শৃঙ্খল ভাঙার গান এবং আল্লাহর প্রভুত্বের বন্ধনে নিজ সত্তার সমর্পণ। সেই থেকে তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসীদের ওপর অর্পিত হতে লাগলো ধারাবাহিক আমলের কর্মসূচি। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের আমলের কর্মসূচি দিতে লাগলেন। এ কর্মসূচি প্রদানের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ ওয়াদা করলেন তাঁর বান্দাদের নিকট। এ ওয়াদা খেলাফত প্রদানের ওয়াদা। শর্ত হলো ঈমানের সাথে নেক আমল। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।" (সূরা নূর, আয়াত : ৫৫)
প্রাপ্ত ওহীর গুরুদায়িত্ব রাসূল সা.-এর পদ মোবারক ভারী করে তুলল। পা চলছে না, কাঁধ ন্যুব্জ হয়ে আসছে,

শরীর মোবারক ভারসাম্যতা হারালো। রাসূল সা. বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে চিন্তারত রইলেন। সংবাদ নিয়ে আবির্ভূত হলেন জিবরাঈল আ.। ঘোষণা হলো–

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

অর্থ : "হে কম্বলাবৃত! উঠে দাঁড়াও! তোমার রবের বড়ত্ব ঘোষণা কর।" (সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত : ১-৩)
কোনরকম ক্লান্তি-শ্রান্তি রাসূল সা. কে স্পর্শ করবে, এটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। যে মিশনের বিজয় ও সফলতার জন্য রাসূল সা. কে প্রেরণ করা হলো, সে কাজ অসমাপ্ত রেখে বিশ্রামের সুযোগ কোথায়? আল্লাহর প্রভুত্ব ঘোষণা ও মেকী প্রভুত্বের শৃঙ্খল ভেঙে গোটা মানবজাতিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে শুরু হলো রাসূল সা.-এর দাওয়াতী অভিযান। এ দাওয়াত কুফর ও শিরকের ধ্বংসসাধনের দাওয়াত, এ দাওয়াত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দাওয়াত।
কালিমায়ে তাইয়্যিবার বিপ্লবী দাওয়াতে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল শান্তিকামী-মুক্তিকামী মাজলুম মানবজাতি। মানুষ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করবে, গোলামীর জিঞ্জিরে মানবতা বন্দী থাকবে– এ হতে পারে না। মেকী প্রভুত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তিপ্রত্যাশীরা দলে দলে ছুটে আসল একত্ববাদের পতাকাতলে। নাজাতপ্রত্যাশী ঈমানদারদের ঐক্যবদ্ধতায় গড়ে ওঠে সাংগঠনিক কাঠামো। বাতিলের (কুফর ও শির্‌কের) প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে চূড়ান্ত আঘাত হানতে প্রয়োজন অনুভূত হলো সুদৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামোর। আহ্বান এলো–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দীনকে) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১০৩)
সংগঠিত এ বিপ্লবী মিশনের ধারাবাহিক কর্মসূচির পরবর্তি পর্যায়ে হলো মনোনীত এ জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। ইনকিলাব বা ইসলামী সমাজবিপ্লবের পথ ধরেই মনোনীত জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ডাক এলো মিশনের চূড়ান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের। আল্লাহপাকের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করো, গাইরুল্লাহর

প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের কবর রচনা করো। কিন্তু গাইরুল্লাহর অস্তিত্বের কবর রচনা কি এতই সহজ? যে সমাজব্যবস্থায় গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব আর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, সে প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং এর অস্তিত্বকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়া সহজ কাজ নয়; বরং খুবই দুঃসাধ্য। শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো– শক্তি সঞ্চয় করো। এমন শক্তি, যার উপস্থিতি বাতিলের ভীতকে দুর্বল করবে, যার প্রদর্শনী তাগুতের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবে এবং সে শক্তির মোকাবেলায় ভেঙে যাবে গাইরুল্লাহর প্রাসাদ। কুরআনুল হাকীম ঘোষণা করছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

'তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া (প্রয়োজনীয় উপকরণ) প্রস্তুত রাখো, যাতে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পারো'। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০)

দীনে হককে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো রাসূল সা.-এর নবুয়তী মিশনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের তাগাদা দিয়ে কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থ : 'তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত (পথনির্দেশ) ও সত্য দীন (ইসলাম) দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল দীনের (মতবাদের) ওপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'(সূরা সফ, আয়াত : ৯)

দীন (ইসলামী জীবনাদর্শ) কে সকল মতবাদ ও মতাদর্শের ওপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে পথ অবলম্বন করতে হবে, তার বর্ণনা আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ওপরে ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের জান-মাল কুরবান করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।" (সূরা সফ, আয়াত : ১০-১১)

অতএব স্পষ্ট যে, আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ একটাই। দীন কায়েমের সে শাশ্বত পথের 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম। এর বিকল্প কোন পথ নেই। এটাই ইসলামী সমাজবিপ্লবের একমাত্র নির্দেশিত পথ। জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহকে ফরজ ঘোষণা করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

অর্থ : "তোমাদের ওপর জিহাদ (কিতাল) ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষিত এ ফরজিয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ না তাগুত নিশ্চিহ্ন হয় এবং আল্লাহর মনোনীত দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ : "ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ (কিতাল-সংগ্রাম) করো যতক্ষণ না ফিতনা (তাগুত) নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯)

রাসূল সা. আল্লাহপাকের নির্দেশিত এ ধারাবাহিক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জাহেলী সমাজকাঠামো ভেঙ্গে আমাদের জন্য ইসলামী সমাজকাঠামো উপহার দিয়েছেন। ইসলামী সমাজবিপ্লবের সে নির্ধারিত কর্মসূচি অবলম্বন করেই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

সমাজবিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রণীত হয়েছে সুচিন্তিত পাঁচদফা কর্মসূচি। কর্মসূচি পাঁচটি নিম্নরূপ–

১। ইল্‌ম (জ্ঞানার্জন) ও তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ)
২। আমল ও তাযকিয়াহ (আত্মশুদ্ধি)
৩। তাবলীগ (দাওয়াত)
৪। তানজীম (সংগঠন)
৫। ইনকিলাব (ইসলামী সমাজবিপ্লব)

উপর্যুক্ত পাঁচদফা কর্মসূচি রাসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে গৃহীত হয়েছে। ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে রাসূল সা. যে ধারাবাহিক কর্মসূচি অবলম্বন করেছেন, প্রতিষ্ঠিত এ তাগুতী সমাজব্যবস্থা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আল্লাহপাকের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব তথা খিলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরাও সে পথকেই একমাত্র অনুসরণীয় পথ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

পাঁচদফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ

নিম্নে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক গৃহীত পাঁচদফা কর্মসূচি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরা হলো–

প্রথম দফা :

ইলম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ)

জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব:

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ করে দিয়েছেন। আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে আমলের ওপর আর সঠিক জ্ঞান ছাড়া আমল করা যায় না। শুধু জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যেকোন আদর্শের বিজয় বা সফলতার জন্য প্রয়োজন সে আদর্শের আলোকে তৈরি একদল যোগ্য কর্মী, যারা হবে সে আদর্শেরই বাস্তব নমুনা। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একদিকে থাকবে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আচার-আচরণ, লেনদেন,

ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ইসলামী জীবন পরিচালনার সকল দিকের জ্ঞান; অপরদিকে থাকবে বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত সকল মতবাদ-মতাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কাঙ্ক্ষিত মানের দখল। এ আন্দোলনের কর্মীরা জাগতিক জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতায়ও গড়ে উঠবে। সমাজ ও জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিজেকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলাই হবে একজন কর্মীর প্রধান কাজ। তাগুতের মোকাবেলায় আন্দোলন-সংগ্রামের মাঠে সে হবে নির্ভিক ও সীসাঢালা প্রাচীরের মত দৃঢ়! সকল প্রকার প্রলোভনের মোকাবেলায় হবে আদর্শের বিরল দৃষ্টান্ত। এ লক্ষ্যেই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণকে প্রথম দফা কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কর্মসূচির তিনটি মৌলিক দিক :

১। ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা।
২। ইসলামী জীবনাদর্শ ও মানবরচিত মতবাদের তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।
৩। ইসলামী সমাজবিপ্লবের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরি করা।

কর্মসূচির লক্ষ্য :

ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের প্রথম প্রয়োজন সমাজের সকল কাঠামোতে যোগ্য নেতৃত্ব। আর যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরির মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্বের চাহিদা পূরণ সম্ভব। যথাযথ জ্ঞানার্জন ব্যতীত যোগ্য নেতৃত্ব আদৌ কল্পনা করা যায় না। এজন্যই ছাত্রসমাজকে ইসলামী সমাজবিপ্লবের যোগ্য নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার নেতৃত্ব ঢেলে সাজানোই হবে আমাদের এ কর্মসূচির সফল প্রাপ্তি। এ সংগঠনের প্রতিটি জনশক্তি যাতে সমৃদ্ধ ব্যক্তিজীবনের অধিকারী হতে পারে, সেজন্য পাঠ্যজ্ঞানের পরিপূর্ণতা অর্জনের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাও রয়েছে।

কর্মসূচির পক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

ইলম সংক্রান্ত দলিল :

কুরআন :

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ.

১। "পড়! (হে নবী!) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়! তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলাক, আয়াত : ১-৩)

(২) يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

২। "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (দীন সম্পর্কে) গভীর জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১১)

(৩) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ

৩। "বল! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনও এক-অভিন্ন হতে পারে?" (সূরা রা'দ, আয়াত : ১৬)

(৪) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

৪। "(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে।" (সূরা যুমার, আয়াত : ৯)

(৫) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

৫। "বস্তুত আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮)

হাদীস :

(১) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

১। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ইলম (দীনি জ্ঞান) শিক্ষা করা

ফরজ।" **(ইবনে মাযাহ : খণ্ড,১ম, পৃ:২০, হাদিস ২২৪)**

(২) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلٰى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

২। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন– "একজন ফকীহ অর্থাৎ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের মোকাবেলায় এক হাজার মূর্খ আবেদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।" **সূত্র-** (তিরমিযী : খণ্ড ২য়, পৃ ৯৭, হাদিস ২৬৮১)

(৩) قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَّالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنٰكُمْ.

৩। রাসুল সা. কে দু' ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন হুজুর সা. বলেন– "তোমাদের মধ্যে একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমার মর্তবা যত বড়, একজন বে-ইল্ম আবেদের চেয়ে একজন আলেমের মর্তবা তত বড়।" **সূত্র- (তিরমিযী: খণ্ড ২য়, পৃ:৯৮, হাদিস নং: ২৬৮৫)**

(৪) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا

৪। হযরত আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "রাতের কিছু সময় ইল্মে দীনের পারস্পরিক আলোচনা করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।" **সূত্র- (দারেমী: খণ্ড ১ম, পৃ ১৫৭, হাদিস ৬১৯)**

(৫) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

৫। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন– "কোন ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই; দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত। একটি হলো– কোন লোককে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে তা সত্যপথে ব্যয় করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে।

অপরটি– কোন লোককে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, সে তা দ্বারা ন্যায়বিচার করে এবং অপর লোককে শিক্ষা দেয়।”
সূত্র- (সহিহ বুখারী: খণ্ড ২য়, পৃ ৭৫১, হাদিস ৫০২৫)
(সহিহ মুসলিম: খণ্ড ১ম, পৃ ২৭২, হাদিস ৮১৬)

তারবিয়াত সম্পর্কিত দলিল

কুরআন :

(١) هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

১। “তিনি সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।” **(সূরা জুম‘আ, আয়াত : ২)**

(٢) كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

২। “আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়। তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।” **(সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫১)**

(٣) اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

৩। “যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।” (সূরা আলাক, আয়াত : ৪,৫)

(٤) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ.

৪। “এবং আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা দিবেন।”
(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৪৮)

(٥) اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

৫। “পরম করুণাময় আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।” (সূরা আর-রাহমান, আয়াত : ১-৪)

হাদীস : (١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

১। হুজুর আকরাম সা. বলেছেন, “আমি প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।” **সূত্র- (দারেমী : খণ্ড ১ম, পৃ ১০৫)**

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম।” **সূত্র- (সহিহ বুখারী : খণ্ড ১ম, পৃ ৫০৩, হাদিস ৩৫৫৯), (সহিহ মুসলিম: খণ্ড ২য়, পৃ ২৫৫, হাদিস ২৩২১)**

দ্বিতীয় দফা :
আমল ও তাযকিয়াহ (আত্মশুদ্ধি)

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :
ইলম অর্জনের পর দায়িত্ব হলো ইল্‌মের ওপর যথাযথ আমল। আমলে সালেহ ব্যতীত ব্যক্তি নাজাত; এমনকি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিজীবনকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা জরুরী। সত্যিকার অর্থে যারা ব্যক্তিজীবনে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানকে মেনে চলতে পারে না, তাদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম

প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেওয়া মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি আমলের মজবুতি ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

এ সত্য আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, রূহানিয়াতের দীক্ষা না নিয়ে শুধু নফসানিয়াতের পেছনে ছোটাছুটি করার করণেই আজ শিক্ষাঙ্গণসহ দেশের সর্বত্র বিপর্যয় ও ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই রূহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমাদের ধারাবাহিক পথচলা।

কর্মসূচির লক্ষ্য :

আমল ও তাযকিয়াহ'র মূল লক্ষ্য ব্যক্তিচরিত্র গঠন। ইসলামী আখলাক অনুযায়ী ব্যক্তিচরিত্র গঠিত হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বত্র শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিচরিত্র গঠনের জন্য একজন ছাত্রের জীবনে কতগুলো প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় আমল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব গুরুত্বপূর্ণ আমলের মধ্যে জামাতে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিকরুল্লাহ্, সোহবতে সালেহ, নফল ইবাদত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষিত সত্য, যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী ছাত্রজীবনে সুন্দর আখলাক গঠনের মধ্য দিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করে, তারাই ভবিষ্যতে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থী মরিচিকার পেছনে ছুটে নিজ চরিত্রকে কলুষিত করে এবং ইসলামী জীবন-যাপন থেকে দূরে সরে যায়, তাদের অধিকাংশই অসৎ সঙ্গ ও দুস্কৃতিকারীদের কবলে পড়ে জীবনকে স্থায়ী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নেয়। পরিণামে পতনোম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। ভারসাম্যহীন কলুষিত এসব ব্যক্তিই পরবর্তীতে দেশ জাতি ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয় এবং সমাজের বোঝা হয়ে ওঠে।

কর্মসূচির পক্ষে কুরআন হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

আমল সংক্রান্ত দলীল :

কুরআন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

১. "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন।" (সূরা নূর, আয়াত : ৫৫)

(২) يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

২. "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অপ্রিয়।" (সূরা সফ, আয়াত : ২,৩)

(৩) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

৩. "যারা ঈমান আনার পর সৎকর্ম করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫)

(৪) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

৪. "যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত : ৮)

(৫) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ

৫. "নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা বুরুজ, আয়াত : ১১)

হাদীস :

(১) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

১. নবী করীম সা. ইরশাদ করেন– "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ ও রাসূল, খ.

নামাজ কায়েম করা, গ. যাকাত প্রদান করা, ঘ. সামর্থবানগণের হজ্জ পালন করা এবং ঙ. রমযানের রোযা আদায় করা।"
সূত্র- (সহিহ বুখারী: খণ্ড ১ম, পৃ ৬, হাদিস ৮),
(সহিহ মুসলিম: খণ্ড/১ম, পৃ ৩২, হাদিস ১৬)

২. (মেশকাত শরীফের প্রারম্ভে হযরত উমর রা. থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার একাংশ তুলে ধরা হলো) একদিন জীবরাইল আ. হুজুর সা.-এর নিকট এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করুন। হুজুর সা. উত্তর করলেন– আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর রাসূল– এই ঘোষণা করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থবানদের হজ্জ সম্পাদন করা। এটাই হলো ইসলাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। হুজুর সা. বললেন– আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে তাঁর ফেরেশতাদেরকে, কিতাবসমূহে, তাঁর নবী-রাসূলগণকে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করবে। তিনি হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন– আমাকে এহসান সম্পর্কে বলুন। হুজুর সা. বললেন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যে, তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও, তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا

৩. হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. বলেন, "সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ সা. কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।" **সূত্র- (সহিহ মুসলিম: খণ্ড ১ম, পৃ ৪৭, হাদিস ৩৪)**

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

৪. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, হুজুর সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ কামেল মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয় হই।" **সূত্র- (সহিহ বুখারী: খণ্ড ১ম, পৃ ৭, হাদিস ১৫),**
সূত্র- (সহিহ মুসলিম: খণ্ড ১ম, পৃ ৪৯, হাদিস ৪৪)

তাযকিয়া সংক্রান্ত দলীল:

কুরআন :

(١) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

১. "যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, সেই সফলকাম আর যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল না, সে ব্যর্থ।" **(সূরা শাম্‌স, আয়াত : ৯-১০)**

(٢) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

২. "নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।" (সূরা আ'লা, আয়াত : ১৪,১৫)

(٣) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

৩. "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন তাঁর (আল্লাহর) আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত।" (সূরা জুম'আ, আয়াত : ২)

(٤) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ

৪. "হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং

তাদের বাস্তবজীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন।"
(সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৯)

(৫) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

৫. "হে মুহাম্মদ সা.! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" **(সূরা নূর, আয়াত : ৩০)**

হাদীস :

(১) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

১. নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই মানবদেহে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে। ঐ গোশতপিণ্ডটি যখন পরিশুদ্ধ হয়, মানুষের গোটা দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। ঐ গোশতপিণ্ডটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গোটা মানবদেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো– সেই গোশতপিণ্ডটি হলো মানুষের কল্‌ব।" **সূত্র- (বুখারী শরীফ: খণ্ড ১ম, পৃ ১৩), (সহিহ মুসলিম: খণ্ড ২য়, পৃ ২৮, হাদিস ১৫৯৯)**

(২) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ

২. হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "এই নশ্বর জগতে সব জিনিসেই ময়লা পড়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ময়লা ছাড়াবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও যন্ত্র রয়েছে। (যেমন– লোহার ময়লা ছাড়াবার উপায় রেত দিয়ে ঘষা। একইভাবে) কল্‌বের ময়লা ছাড়াবার উপায় একমাত্র আল্লাহর যিকির।" **সূত্র- (মেশকাত শরীফ: খণ্ড ১ম, পৃ ১৯৯, হাদিস ২২৮৬)**

তৃতীয় দফা কর্মসূচি :
তাবলীগ (দাওয়াত)

তাবলীগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :
যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ পথহারা মানবজাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে আহ্বান করেছেন। সলক প্রকার গোলামীর শৃঙ্খল ভেঙে এক

আল্লাহর গোলামী করার দাওয়াত দিয়েছেন। নবুয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ দাওয়াতের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। প্রচলিত জাহিলী মতবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছাত্রসমাজকে মুক্তি ও নাজাতের পথ দেখানোই আমাদের কাজ। গোটা ছাত্রসমাজকে জাহিলিয়াত, অপসংস্কৃতি এবং সকল প্রকার খোদাদ্রোহী মত ও পথের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে চির শান্তির আশ্রয়স্থল ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করানোই আমাদের ব্যথাতুর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।এ সমাজ জাহেলী সমাজ। এ সমাজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসাত্মক পথে এগিয়ে চলছে। সমাজে সংঘটিত নিত্যদিনের বিভৎস চিত্র দেখে এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে, প্রচলিত এ সমাজব্যবস্থাকে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারে না। সমাজকে ক্রমাগ্রসরমান ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে বাঁচাতে এবং সুস্থ সমৃদ্ধ সমাজকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককেই অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে কারও একার পক্ষে বা বিচ্ছিন্নভাবে এ জাহেলী সমাজব্যবস্থা ও খোদাদ্রোহী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সমাজ পরিবর্তনের এ সংঘবদ্ধ আন্দোলনে দেশের আদর্শপ্রত্যাশী ছাত্রসমাজকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াত দিয়ে যাওয়াই ছাত্র আন্দোলনের সকল স্তরের জনশক্তির প্রাত্যহিক কাজ।

দাওয়াতের বিষয়বস্তু : আমাদের দাওয়াত হবে চারটি বিষয়ের; যথা–ঈমান, ইল্‌ম, আমল ও সমাজ পরিবর্তনের দাওয়াত। প্রথমে গোটা মানবজাতিকে ঈমানের পথে আহ্বান জানাবো। পরবর্তীতে ঈমানদারদেরকে ইলম ও আমলের দাওয়াত দিব। সর্বশেষ দাওয়াত হবে সংগঠনে অংশগ্রহণের দাওয়াত। এ পর্যায়ে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সংগঠনে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে একজন সত্যসন্ধানী ছাত্র সমাজবিপ্লবের আন্দোলনে নিজেকে নিবেদিত করার সুযোগ করে নিতে পারবে।

দাওয়াতের লক্ষ্য : প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অধীনে থেকে আল্লাহ্‌পাকের নিরঙ্কুশ গোলামী করা আদৌ সম্ভব নয়। খিলাফতব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। অতএব, ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি আগ্রহী ছাত্রসমাজকে দাওয়াত দেওয়া জরুরী। এ দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ রচনার পথ

সুগম হবে এবং আল্লাহপাকের নির্দেশিত খিলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর খিলাফতব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আল্লাহপাকের প্রেরিত খলিফা হিসেবে এ জমীনের বুকে আমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারব।

কর্মসূচির পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

কুরআন :

(১) يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

১. হে কম্বলাবৃত ওঠ, সাবধান করো! আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, আয়াত : ১৩)

(২) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

২. তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাঁধা দিবে। আর তারাই সফলকাম। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৪)

(৩) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৩. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং বলে আমি মুসলমান। (সূরা হা-মীম-সিজদা, আয়াত : ৩৩)

(৪) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

৪. "হে নবী! তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও, হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫)

(৫) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

৫. "তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি। গোটা মানবজাতির কল্যাণের

জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১১০)

হাদীস :

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন– "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও অপরের কাছে পৌঁছে দাও।" **সূত্র-** (সহিহ বুখারী: খণ্ড/১ম, পৃ: ৪৯৯, হাদিস নং: ৩৪৬১)

(২) عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ فَتَدْعُوْنَهٗ فَلَا يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ

২. হযরত হোযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন– অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায়, পাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে; নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহর আজাব নাজিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে ; কিন্তু তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।" সূত্র- (তিরমিযী: খণ্ড/২য়, পৃ: ৪০, হাদিস নং:২১৬৭)

(৩) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوْا اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّمُوْتُوْا

৩. হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি আল্লাহর নবীকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "একটি জাতির

মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে তাকে বিরত না রাখে, আল্লাহ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন।" সূত্র- (আবু দাউদ: খণ্ড ২য়, পৃ ৫৯৬, হাদিস ৪৩৩৯)

চতুর্থ দফা : তানজীম (সংগঠন)

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করে টিকে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। সমাজবিপ্লবের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প নেই। অতএব, সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাগুতকে বাহ্যত যতই বিচ্ছিন্ন মনে হোক, ইসলামের মোকাবেলায় তারা সংঘবদ্ধ। এককভাবে তাদের মোকাবেলা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রত্যেক পট-পরিবর্তনে ছাত্র ও যুবসমাজের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। রাসূল সা. নিজেও যুবসমাজের প্রশংসা করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনে তাদের ভূমিকাকে অভিনন্দিত করেছেন। জাহেলী এ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব বর্তমান থাকবে আর ছাত্র ও যুবসমাজ তারুণ্যের শক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে, এটা হতে পারে না। জালিমের অধীনে পরিচালিত এ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে ছাত্রসমাজকে সীসাঢালা প্রাচীরের মত সংঘবদ্ধ হতে হবে। কেননা, এ নির্দেশ আল্লাহপাকের। প্রয়োজনে জীবনের বিনিময়ে হলেও মানবতার মুক্তির পথ আমাদেরকেই রচনা করতে হবে। যারা ব্যক্তিজীবনে ইসলামের অনুসরণ ও সমাজের সর্বস্তরে তা বাস্তবায়নের সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত শরীক হতে প্রস্তুত, ছাত্র আন্দোলন তাদেরকে সংগঠনের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করছে। কুরআনুল কারীমের ভাষায় বর্ণিত প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক ঈমানদীপ্ত এ কাফেলা অচিরেই বাতিলের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে চূড়ান্ত আঘাত হানবে। তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করে শান্তির নিকেতন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই আমাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি।

কর্মসূচির লক্ষ্য : যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী ব্যক্তিজীবন গঠনের সাথে সাথে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী

পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী, সংগঠন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে আল্লাহপাকের হুকুম পালনের সুযোগ করে দেয়। শিক্ষাঙ্গন যেহেতু ছাত্রসমাজের উন্মুক্ত বিচরণক্ষেত্র, সেহেতু দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে গোটা ছাত্রসমাজকে ব্যক্তিচরিত্র গঠন ও ইসলামী জীবন-যাপনের সুযোগ করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কর্মসূচির পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

কুরআন :

(১) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

১। "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দীনকে) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"**(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)**

(২) وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِا للّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

২।"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে।" **(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)**

(৩) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا
كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

৩। "আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে, যারা তাঁর পথে এমনভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে, যেন সীসাঢালা প্রাচীর।" **(সূরা সফ, আয়াত : ৪)**

(৪) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِا للّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

৪। "যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। **(সূরা নিসা, আয়াত : ১৭৫)**

(৫) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৫। "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কজে বাধা দিবে, তারাই সফলকাম।" **(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪)**

হাদীস :

(١) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ - اَللّٰهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ اِدَّعٰى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَاِنَّهُ مِنْ جُثَاجَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ فَقَالَ وَاِنْ صَلّٰى وَصَامَ

১। হযরত হারেস আল আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন– "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন– ১. সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করবে, ২. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ৩. নেতার আনুগত্য করবে, ৪. হিজরত করবে আর ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সাংগঠনিক জীবন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল (অর্থাৎ সংগঠন ত্যাগ করল) সে ইসলামের রজ্জু তার গণ্ডদেশ থেকে খুলে ফেলল। তবে সে যদি পুনরায় সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ভিন্নকথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামী। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল, যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে। তখন রসুল (সাঃ) বললেন, যদিও সে নামাজ পড়ে ও রোযা রাখে। **(তিরমিযী খন্ড ২য়, পৃ ১১৪, হাদিস ২৮৬৩)**

(٢) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

২। হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন–যে ব্যক্তি সাংগঠনিক জীবন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সেযেন ইসলামের রজ্জু থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। **(সূত্রঃ সুনানে বায়হাকী খন্ড ৮ম পৃ ১৫৭, হাদিস ১৬৬১৪)**

(٣) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেওয়া উচিত।"

(সূত্র : আবু দাউদ, খন্ডঃ ১ম পৃঃ ৩৫১, হাদিস নং ২৬০৯)

(٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

৪। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "মেষপালের বাঘের মত মানুষের বাঘ (শত্রু) হলো শয়তান। পাল থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মেষকে সহজেই বাঘে ধরে নিতে পারে। সাবধান! তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না; বরং সংঘবদ্ধ থাকবে।"

(সূত্র : মুসনাদে আহমাদ খন্ড ৫ম পৃঃ ২৩৩, হাদিস ২২০৯০)

(٥) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

৫। হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সা.কে এ কথা বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করত জামা'আত পরিত্যাগ করল এবং সে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"

(সূত্র : সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ২২৭, হাদিস ১৮৪৮)

(٦) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدُاللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ اِلَى النَّارِ

৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত," রাসূল সা. বলেছেন, জামা'আতবদ্ধ জিন্দেগীর প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত

প্রসারিত থাকে। যে এ জিন্দেগীর বাইরে একা চলে, সেতো একাকী দোজখের পথেই ধাবিত হয়।"**(সূত্রঃ তিরমিযী খন্ড ২য়, পৃ ৩৯, হাদিস ২১৬৭)**

(৭) لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَاجَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ

৭। হযরত উমর (রা.) বলেন, "সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না; নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন হতে পারে না; আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব কল্পনা করা যায় না।" **(সূত্র : সুনানে দারেমী খন্ড ১ম, পৃ ২৮৩)**

পঞ্চম দফা : ইনকিলাব (ইসলামী সমাজবিপ্লব)

ইনকিলাব আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচি। প্রথম থেকে সবক'টি কর্মসূচি সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারলে আমরা এ সর্বশেষ কর্মসূচিতে অবতীর্ণ হতে পারি। সমাজবিপ্লব প্রত্যাশী কর্মীবাহিনীকে গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সাংগঠনিক পরিকল্পনার আলোকে শক্তি অর্জন ও শক্তির প্রদর্শনমূলক সকল কর্মসূচিই সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এ জন্যই বিপ্লবপূর্ব সময়টাকে প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

অতীতের বিভিন্ন পট-পরিবর্তনের ইতিহাস, সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে এ কথা স্পষ্ট যে, একটি ব্যাপকভিত্তিক দুর্বার গণআন্দোলন ব্যতীত কোন ভূখণ্ডেই সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়নি; প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোন কাঙ্ক্ষিত জীবনব্যবস্থা। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পতনোন্মুখ এ সমাজব্যবস্থাকে ক্রমাগ্রসরমান ধ্বংসের গহ্বর থেকে পরিত্রাণ দিতে এবং সমাজকাঠামোর সর্বত্র শান্তিময় পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আদর্শিক পরিবর্তনের বিকল্প নেই। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সে কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শের নাম ইসলাম। মানবরচিত সকল মতবাদ ও মতাদর্শের কবর রচনা করে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবতার মুক্তি। একটিমাত্র পথেই ফিরে আসবে স্থায়ী শান্তি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নতি।

আমাদের বর্তমান করণীয় : ইসলামী আদর্শের প্রতি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা এবং এ আদর্শ মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই ইসলামী সমাজবিপ্লব অর্জিত হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে; জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার

মাধ্যমে নয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী আদর্শের সর্বজনীনতা, গ্রহণযোগ্যতা ও শান্তিময়তা বুঝতে সক্ষম হলে এ আদর্শকে নিজেদের কল্যাণের স্বার্থে মেনে নিবে এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। বর্তমান মতবাদী বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গণদাওয়াত, গণচেতনা, গণসংগঠন, গণদাবি ও গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরেই ইসলামী সমাজবিপ্লব অর্জিত হওয়া সম্ভব। আদর্শের দাওয়াত উপস্থাপন,আদর্শের পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি ও চেতনার সম্প্রসারণ এবং পরবর্তীতে চেতনাকে ধরে রাখার জন্য চাই যোগ্য ব্যক্তিত্ব, চাই দক্ষ নেতৃত্ব।সমাজবিপ্লবের এ পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি এবং সময়োপযোগী যথার্থ কর্মসূচির মাধ্যমে শান্তিকামী-মুক্তিকামী-পরিবর্তনপ্রত্যাশী জনগোষ্ঠীর মাঝে সংগঠনের প্রতি ব্যাপক আস্থা সৃষ্টি হবে। অতএব, প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।

সমাজবিপ্লবের পথ : আমরা চাই প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঝড়ের গতিতে সম্ভব নয়; যেমনিভাবে সম্ভব নয় একটি জাতির চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে অতি দ্রুত পাল্টে দেওয়া। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি-অভিব্যক্তি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবর্তনও শর্ত। এ পরিবর্তনের জন্য সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বহীন করে দেখার কোনই সুযোগ নেই। এ অবস্থায় তড়িঘড়ির আবশ্যকতা নেই, প্রয়োজন রয়েছে পরিকল্পনার ছক আঁকা। কাঙ্ক্ষিত সমাজকাঠামোর প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়েই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। অতএব, সমাজবিপ্লবের এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব তৈরির অবিরত কর্মসূচির ধারাবাহিকতাকে অবলম্বন করে ইসলামী সমাজবিপ্লব সংগঠিত হবে।

ধারাবাহিকতা : ইনকিলাব বা ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিকতা তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে।

যথা– ১. ব্যক্তি তৈরি, ২. অনুকূল পরিবেশ তৈরি, ৩. সর্বাত্মক আন্দোলন।

১. ব্যক্তি তৈরি : সমাজবিপ্লবের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ কর্মীবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক উপাদান। আর এজন্য ব্যক্তি বাছাই ও

বাছাইকৃত ব্যক্তিদের উপযোগী মানে তৈরি অত্যাবশ্যক। সমাজবিপ্লবের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথমে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। এ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। আদর্শ কী চায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি এবং এ পথের কোথায় বাঁধার সম্ভাবনা আছে, বাধা অতিক্রমের পথ কী– প্রভৃতি সম্পর্কে সমাজবিপ্লবের কর্মীকে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পর আসে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ। এ পর্যায়ে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সংগঠনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার সাথে আমাদের নিজ জীবনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে মিলিয়ে নিতে হবে। যদি এ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে নিজেকে তৈরি করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। অতএব, আমাকে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে তৈরি হতেই হবে। পরবর্তী কাজ হলো, সংগঠনের যেকোন সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং সিদ্ধান্ত মানার ওপর নিজেকে কুরবানী করা। এভাবে যদি আমরা কিছু যুবক সংগঠনকে নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারি, তাহলেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার পরিবেশ তৈরি হবে।

২. **অনুকূল পরিবেশ তৈরি :** ব্যক্তি তৈরির ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই সমাজ ও পরিবেশ ইসলামী বিপ্লবের জন্য তৈরি হবে– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্যক্তির সুন্দর চরিত্র, আচার-আচরণ ও জীবনধারা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি সমষ্টিকে আকর্ষিত করবে। সমাজবিপ্লবের কর্মীরা হবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ আকর্ষণ গোটা সমাজব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের অনুকূলে নিয়ে আসতে ভূমিকা রাখবে। সমাজের মধ্যে চরিত্রবান ও পরিবর্তনপ্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ইসলামী আদর্শের প্রভাবে সমাজব্যবস্থা প্রভাবিত হবে। ফলস্বরূপ ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসবে সমাজের বিপুল সংখ্যক অবহেলিত, বঞ্চিত, শান্তিপ্রত্যাশী ও মুক্তিকামী মাজলুম জনগোষ্ঠী। ঐক্যবদ্ধ জনস্রোতের প্রবাহে ভেসে যাবে সকল অন্যায়, তাগুত ও জুলুমী শাসনব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তির নীড়– ইসলামী সমাজ। অতএব, সমাজবিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য এখন চাই দুটি কাজ। প্রচন্ড গতিতে ও নিরলসভাবে অব্যাহত রাখতে হবে এ কাজ। এ কাজের আঞ্জামদাতা যারা হবেন, তাদেরকেই সমাজবিপ্লবের কর্মী বলা হবে।

কাজ দুটি হলো :

ক. সর্বজনীন দাওয়াত, খ. জনমত গঠন।

ক. **সর্বজনীন দাওয়াত :** সমাজবিপ্লবের জন্য আদর্শের পক্ষে দাওয়াত অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এ দাওয়াত হতে হবে সর্বজনীন। সমাজের ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর তথা সর্বশেনীর মানুষের মাঝে ইসলামের সুফলতার দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও প্রচলিত মতাদর্শের অপকারিতা ও অকার্যকারিতা স্পষ্ট করতে হবে। সমাজকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। এজন্য চাই বেশি থেকে বেশি দাওয়াত। আমাদের দাওয়াতের দুটি দিক থাকবে। প্রথমত ছাত্রসমাজকে দাওয়াতের মাধ্যমে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা ও সমাজবিপ্লবের কর্মী হিসেবে গঠন করা। দ্বিতীয়ত সমাজের সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবনাদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

খ. **জনমত গঠন :** জনমত গঠন সমাজবিপ্লবের অন্যতম উপাদান। জনসমর্থন ব্যতীত অতিপরীক্ষিত আদর্শও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আমরা যেহেতু প্রচলিত এ জাহেলী সমাজ পরিবর্তনের আমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি এবং এ কাজকে আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি, সেহেতু কাজের স্থায়িত্ব ধরে রাখার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছার স্বার্থে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জরুরী। আমাদের কাজের কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা ও আদর্শের উপকারিতা সম্পর্কে সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তি, সমষ্টি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে এবং ব্যাপকতর সমর্থন তৈরির মাধ্যমে জনমত গঠনের পথ পরিস্কার করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের সাথে ব্যক্তিসম্পর্ক স্থাপনসহ যোগাযোগ, মতবিনিময়, খেদমতে খালক করা, কল্যাণকামী হওয়া, ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক হওয়া, ইসলামের সকল দিকের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা ও মানবরচিত মতবাদের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করা এবং সর্বোপরি ইসলামী জীবনাদর্শের কল্যাণময়তাকে প্রচারের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনমত গঠন সম্ভব। এ জনমত ইসলামী বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং সংগঠনকে গণসংগঠনে রূপান্তরিত করবে।

৩। সর্বাত্মক আন্দোলন : আমরা চাই সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এ কথা ধ্রুব সত্য, ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন বা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কোন সরকার বা সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। সংগঠন যখন একটি পর্যায়ে পৌঁছবে অর্থাৎ বিকল্প শক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, তখন সরকার ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। সেই সম্ভাবনাকে যথাযথ কাজে লাগানোর অঙ্গীকার নিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দাবিতে গণআন্দোলনের ডাক আসবে। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হবে এবং গণবিপ্লব সাধিত হবে।

কর্মসূচির পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল নিম্নরূপ :

কুরআন :

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

১। "তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সকল দীনের (মতবাদের) ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা সফ, আয়াত : ৯)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

২। "(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর (প্রস্তুতি গ্রহণ কর) এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া (সংগ্রামের উপকরণ) প্রস্তুত রাখ, যাতে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পার।"
(সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

৩। "(হে ঈমানদারগণ!) তোমরা জিহাদ (সংগ্রাম) কর, যে পর্যন্ত না ফিতনা (তাগুত) নিশ্চিহ্ন হয় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯)

(৪) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

৪। "আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেসব লোককে, যারা তাঁর পথে এমনভাবে লড়াই করে যেন সীসাঢালা প্রাচীর।"
(সূরা সফ, আয়াত : ৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

৫। "হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি দেবে? আর তা হলো– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।"
(সূরা সফ, আয়াত : ১০, ১১)

(٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرْهٌ لَّكُمْ

৬। "জিহাদ (কিতাল) তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে, যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয় মনে হয়।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

(৭) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

৭। "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতেই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেন নি, (পরীক্ষা করেন নি) তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং কে এ পথে ধৈর্যশীল।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৪২)

(৮) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

৮। "তোমাদের কী হলো, কেন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছ না? অথচ দুর্বল অক্ষম নারী-পুরুষ ও শিশুরা চিৎকার করে বলছে– হে আমাদের প্রতিপালক! জালিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও। আর তোমার পক্ষ থেকে একজন পৃষ্ঠপোষক নিয়োগ করে দাও

এবং আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও।”(সূরা নিসা,আয়াত : ৭৫)

(৯) يَآيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

৯। “হে নবী! ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদের (সংগ্রাম-কিতাল) জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।” (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৫)

(১০) يَآ يُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

১০। “হে নবী! কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম, যা বসবাসের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট।” (সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩)

(১১) وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

১১। “এবং তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে (সংগ্রামে) ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে করে থাকে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।” (সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৬)

(১২) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

১২। “আল্লাহ তা‘আলা মুমিনের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। (এখন তাদের কাজ হলো) তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে এবং এ সংগ্রামে যেমন মারবে, তেমনই নিজেরাও শহীদ হবে।” (সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১)

(১৩) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

১৩। “তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দ্বারা। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা তা বুঝ।”
(সূরা তাওবা,আয়াত : ৪১)

(১৪) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

১৪। “আল্লাহর নিকট তো সেই লোকেরা অতি মর্যাদাবান, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে, নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সফলকাম।” (সূরা তাওবা, আয়াত : ২০)

হাদীস :

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

১। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– “তোমাদের কেউ যদি (সমাজব্যবস্থার মধ্যে) কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সে যেন বাহুশক্তি প্রয়োগ করে। আর যদি এ পরিমাণ শক্তি অর্জিত না হয়, তাহলে যেন বাকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়। যদি সে পরিমাণ শক্তিও অর্জিত না হয়, তাহলে অন্তরে দৃঢ় পরিকল্পনা করবে, যেন অদূর ভবিষ্যতে অন্যায়ের উৎসমূল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।”
(সূত্র : সহীহ মুসলিম খন্ড ১ম পৃ ৫১, হাদিস ৪৯, আবু দাউদ খন্ড ২য় পৃ ৫৯৬ হাদিস ৪৩৪০, সুনানে তিরমিযী খন্ড ২য় পৃ ৪০ হাদিস ন ২১৭২, নাসাঈঃ খন্ড ২য় পৃ ২৬৯ হাদিস ৫০২৩)

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ؓ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২। হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম– হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম? হুজুর সা. বললেন, “আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।” **(সূত্র : সহীহ বুখারী, খন্ড ১ম, পৃষ্ঠা ৩৪২, হাদিস ২৫১৮, সহীহ মুসলিম খন্ড ১ম পৃ ৬২ হাদিস ৮৪)**

عَنْ اَنَسٍ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

৩। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন–

"তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।" **(সূত্র : আবু দাউদ খন্ড ১ম পৃ ৩৩৯, হাদিস ২৫০৪ মুসনাদে আহমাদ খন্ড ৩য় পৃ ১২৪ হাদিস ১২২৫৪)**

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

৪। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন– "স্বৈরাচারী জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।" **(সূত্র :** তিরমিযী খন্ড ২য় পৃ ৪০, হাদিস ২১৭৪, আবু দাউদ খন্ড ২য় পৃ ৫৯৭, হাদিস ৪৩৪৪)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।" **(সূত্র : সহীহ বুখারী খন্ড ২য় পৃ ৯৪৯, হাদিস ৬৪৫১ সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ১৩৪, হাদিস ১৮৮১)**

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

৬। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় (অর্থাৎ অল্প কিছু সময়) আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" **(সূত্র : তিরমিযী খন্ড ১ম পৃ ২৭৫ হাদিস ১৬৫৭, মুসনাদে আহমাদ খন্ড ৫ম পৃ ২৪৪ হাদিস ২২১৭৭)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ

৭। হযরত আবু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি– "যার দুই পা আল্লাহর পথে ধুলিধুসরিত হয়, আলাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।" **(সূত্র : সহীহ বুখারী খন্ড ১ম পৃ ১২৪ হাদিস ৯০৭, সুনানে নাসাঈ খন্ড ২য় পৃ ৫৫ হাদিস ৩১১৬)**

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا

৮। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেছেন– "যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সামান (উপকরণ) সংগ্রহ করে দিবে, সেও জিহাদের সওয়াব লাভের অধিকারী হবে। আবার যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করবে, সেও জিহাদের সওয়াব পাবে।" **(সূত্র : সহীহ বুখারী খন্ড ১ম পৃ ৩৯৮ হাদিস ১৮৪৩ সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ১৩৭ হাদিস ১৮৯৫)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৯। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি– "দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমত সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়ত যা আল্লাহর পথে পাহারাদারী করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়।" **(সূত্র : তিরমিযী খন্ড ১ম পৃ ২৯৩ হাদিস ১৬৩৯)**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

১০। হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হয় না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না; আর এই অবস্থায় মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল।" **(সূত্র : সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ১৪১ হাদিস ১৯১০ আবু দাউদ খন্ড ১ম পৃ ২৩৯ হাদিস ২৫০২)**

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

১১। যুনদুব ইবনে সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত, কোন একটি যুদ্ধে রাসূল সা.-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন– "তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছ।" **(সূত্র : সহীহ বুখারী খন্ড ১ম পৃ ৩৯৩ হাদিস ২৮০২, সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ১০৯ হাঃ ১৭৯৬)**

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ

১২। আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি–"সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাই। অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই। তারপর জীবন লাভ করি এবং শহীদ হই। পুনরায় জীবন লাভ করি ও পুনরায় শহীদ হই।"**(সূত্র : সহীহ বুখারী খন্ড ২য় পৃ ১০৭৩ হাদিস ৭২৬২ সহীহ মুসলিম খন্ড ২য় পৃ ১৩৩ হাঃ ১৮৭৬)**

কর্মসূচির যথার্থতা

রাসূল সা. নির্দেশিত ও সাহাবায়ে কেরাম রা. অনুসৃত পথই ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগঠনের একমাত্র চলার পথ। সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা ইসলামী সংগঠনে যদি কোন অবস্থাতে রাসূল সা. প্রদর্শিত ও সাহাবায়ে কেরাম রা. বাস্তবায়িত কর্মসূচির অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এ তানজীম বা সংগঠন আদৌ লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে না এবং একে সঠিক ইসলামী সংগঠনও বলা যাবে না। বিপ্লবকামী ইসলামী সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে রাসূল সা. প্রদর্শিত কর্মসূচির ওপর। রাসূল সা. প্রদর্শিত এ পথ ও মতের বিরুদ্ধে উদ্ভাবিত যেকোন পথ বা মত ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

এ সম্পর্কে হাদীসগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে– হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন– "বনী ইসরাইল বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। তার মধ্যে সব দলই হবে জাহান্নামী; মাত্র একটি দল হবে জান্নাতী। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন– হুজুর! সেটি কোন দল? রাসূল সা. উত্তর করলেন– যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের নীতিমালার ওপর থাকবে।"

রাসূল সা.-এর গোটা নবুয়তী জিন্দেগী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, চারটি মৌলিক দিক বা কর্মসূচির ভিত্তিতে দীন প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদা একই নীতির ভিত্তিতে ইসলামী খিলাফতের মজবুতি ও সম্প্রসারণে সর্বদা নিবেদিত ছিলেন।

একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা– যেখানে দীনে হক পরাজিত; সেখানে দীনে হককে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পথ কী হবে এবং এ পথে চলতে কী কী কর্মসূচির সমন্বয় থাকতে হবে, তার সুস্পষ্ট সমাধান আমরা পেয়েছি রাসূল সা.-এর বিপ্লবী জীবনীতে। মুহাম্মাদ সা.-এর নবুয়তী জিন্দেগীর সামগ্রিক কার্যক্রম বিশ্লেষণপূর্বক চারটি মৌলিক কর্মসূচি স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কর্মসূচিই ইসলামী সমাজবিপ্লবের স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কর্মসূচি চারটি হলো– ১. তা'লীম-তারবিয়াত, ২. তাযকিয়াহ, ৩. তাবলীগ, ৪. জিহাদ।

প্রথমত রাসূল সা. প্রাপ্ত ওহী ও ইল্‌মের আলোকে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা.কে তা'লীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী কর্মীতে পরিণত করেছেন। এ তা'লীম-তারবিয়াত ছিল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ– উভয় দিকের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে। একদিকে সামাজিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য কোন্ পদ্ধতিতে করতে হবে, সে শিক্ষা প্রদান করতেন; আবার শয়তান ও নফসের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য তাযকিয়াহর তা'লীমও প্রদান করতেন? অথচ কেউ কেউ আমল ও তাযকিয়ার (আত্মশুদ্ধির) মতো মৌলিক কর্মসূচিকে সাংগঠনিকভাবে অস্বীকৃতি দিয়ে আসছেন, যা রীতিমতো আশ্চর্যের বিষয়। এসব সংগঠন রাসূল সা. প্রদর্শিত আত্মশুদ্ধির মতো অপরিহার্য কর্মসূচিকে নিজেদের জন্য প্রয়োজন তো মনে করছেই না; অধিকন্তু এর সমালোচনায়ও পঞ্চমুখ থাকে। রাসূল সা. প্রদর্শিত তাযকিয়াহর এ পন্থা নিঃসন্দেহে আমলী জিন্দেগীতে পরিশুদ্ধতা নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে এর অনুপস্থিতি ধ্বংস ডেকে আনে। যেসব ইসলামী সংগঠনে এ মৌলিক কর্মসূচির অনুপস্থিতি রয়েছে, সে সংগঠনের কর্মীবাহিনী ও দায়িত্বশীলদের মাঝে বাহ্যিক আমলেও বড় ধরণের শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ দুঃখজনক বাস্তবতাকে যে যুক্তি দিয়েই খন্ডানোর চেষ্টা করা হোক, ইসলামী শরীয়তে এসব খোঁড়া যুক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। শূন্যতা সংশোধন না করে একে যুক্তি-প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বরতা প্রকারান্তরে চরম মুর্খতা ও ভ্রষ্টতার দৃষ্টান্ত বহন করে।

তা'লীম-তারবিয়াতের মাধ্যমে অর্জিত ইল্‌মের বাস্তবায়ন এবং তাযকিয়াহর মাধ্যমে আমলের পরিশুদ্ধতা অর্জনের সাথে সাথে হযরত

সাহাবায়ে কেরাম রা. তাবলীগ ও জিহাদের কর্মসূচি পালনে নিবেদিত ছিলেন। এ চারটি কর্মসূচির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর তানজীম বা সংগঠন। উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়েই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের পাঁচদফা কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। ইল্‌ম-তারবিয়াত, আমল-তাযকিয়াহ ও তাবলীগ– এ তিনটি কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের জনশক্তি বাড়বে ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি হবে। এরই ধারাবাহিকতায় মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠবে এবং সংগঠনের নির্দেশনার আলোকে অবিরতভাবে ইসলামী সমাজবিপ্লবের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরি হতে থাকবে। সাথে সাথে সংগঠনের প্রস্তুতি ও অর্জিত শক্তির সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে জিহাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

দীন বিজয়ের লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনে অবশ্যই রাসূল সা. প্রদর্শিত চারটি কর্মসূচির সমন্বয় থাকতে হবে। অন্যথায় সে সংগঠন পূর্ণাঙ্গতা ও সঠিকতার দাবি করতে পারে না। কোন সংগঠন যদি প্রথম তিনটি কর্মসূচি নিয়মিত অব্যাহত রাখে; কিন্তু জিহাদের কর্মসূচির উপস্থিতিকে জরুরী মনে না করে এবং এ কর্মসূচির আমল না করে, সে সংগঠনের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ আদৌ সম্ভব হবে না। তবে এ কথা সত্য যে, সার্বিক বিবেচনায় এসব কর্মসূচি প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় ইসলামী বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করবে। আবার কেউ যদি শুধু জিহাদের নামে ভারসাম্যহীন অদূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারাও নিঃসন্দেহে ইসলামী বিপ্লবের সফলতা দেখতে পাবে না। অধিকন্তু এসব ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি ও ফেতনার আশংকা পরিলক্ষিত হতে পারে। অতএব, বিপ্লবপ্রত্যাশী কর্মীবাহিনীকে দূরদর্শীতার সাথে ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।

কর্মসূচির ধারাবাহিকতা : রাসূল সা. প্রদর্শিত ইসলামী সমাজবিপ্লবের পথ-পদ্ধতি ও ধারাবাহিক কর্মসূচি ব্যতীত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশা করা যায় না। প্রথমত; আল্লাহপ্রদত্ত জীবনাদর্শের বিজয়ের জন্য রাসূল সা. প্রদর্শিত কর্মসূচি বর্তমান থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত; কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ কর্মসূচির

যথার্থতা যেমন শর্ত; এর ধারাবাহিকতাও তেমনই শর্ত। তৃতীয়ত; কর্মসূচির সময়োপযোগী সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করাও একইভাবে জরুরী। লক্ষণীয় যে, কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব তৈরি ও লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাংঘর্ষিক কি-না।

কুরআনুল হাকীমের প্রথম আহ্বান হচ্ছে– 'ইক্বরা' অর্থাৎ পড়। সকল কাজের শুরুতে সে কাজ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা জরুরী। নিজে না জানলে আদর্শের ওপর আমল করা এবং আদর্শের দাওয়াত উপস্থাপন করা অকল্পনীয়। একজন যোগ্য দায়ীর প্রথম গুণ হচ্ছে তাকে আদর্শ সম্পর্কে জানতে হবে এবং আদর্শ প্রচারের কৌশল ও আমলের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত? ইসলামী শরীয়তের প্রদত্ত ইল্‌মের আলোকে আমলী জিন্দেগী গঠন করতে হবে। ব্যক্তিজীবনকে ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল আমলের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রে দীন প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নিজ জীবনে আমলী শূন্যতা অব্যাহত রেখে একজন দায়ী সমাজবিপ্লবের সফলতা কী করে আশা করতে পারেন? এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

অর্থ : "মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা সফ, আয়াত : ২-৩)

তৃতীয় কর্মসূচি হচ্ছে দাওয়াত। কোন বিষয়ে প্রথমে নিজে জানতে হবে। অতঃপর তা আমল করতে হবে এবং সাথে সাথ বিষয় সম্পর্কে অন্যকে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াতের মাধ্যমে সংগঠন কায়েম হবে। অতঃপর সংগঠনের পরিকল্পনার আলোকে পূর্বোক্ত তিনটি কর্মসূচি অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে সংগঠন সম্প্রসারণ, মজবুতি অর্জন ও গণমুখী হবে। এ ধারাবাহিকতা সংগঠনকে ইসলামী সমাজবিপ্লবের নেতৃত্ব, কর্মীবাহিনী ও উপযোগী ক্ষেত্র উপহার দিবে এবং সংগঠন চূড়ান্ত কর্মসূচির (ইনকিলাব) দিকে এগিয়ে যাবে। এটাই

ইসলামী সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক পথ। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো– এক্ষেত্রে অধিকাংশ ইসলামী সংগঠনের কর্মসূচিগত ভিন্নতা ও ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কর্মসূচির সময়োপযোগিতা :

কর্মসূচির সময়োপযোগিতা বলতেকর্মসূচি প্রয়োগের সময়োপযোগী সঠিক কৌশলকে বুঝানো হয়েছে। সমাজ বিপ্লবের ধারাবাহিকতা সকল কালে ও সকল সময়ে এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ এ বিপবের নির্ধারিত স্থায়ী কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় কোন পরিবর্তন নেই। একটি সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত তাগুতকে নিশ্চিহ্ন করে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ ১৫শ বছর পূর্বে যেমনটি ছিল, আজও সে পথ বর্তমান। ইসলামী সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে সেকালে যেসব কর্মসূচির প্রয়োগ হয়েছে, বর্তমানেও সেসব কর্মসূচির উপস্থিতি ও ধারাবাহিকতা শর্ত। তবে প্রত্যেকটি কর্মসূচির প্রায়োগিক কৌশল সময়োপযোগী হতে পারে। যেমন, রাসূল সা. জিহাদের কর্মসূচির মাধ্যমে দীনকে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানেও দীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে জিহাদের কর্মসূচির বিকল্প নেই। এখানে কর্মসূচির প্রায়োগিক কৌশল হলো– যুদ্ধ পরিচালনায় সেকালে ঢাল-তলোওয়ার, তীর-বলম ও ঘোড়া ব্যবহৃত হতো; কিন্তু বর্তমান সময়ে যুদ্ধোপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে আগ্নেয়াস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র ও রাসায়নিক অস্ত্রসহ সময়োপযোগী কৌশল ও উপকরণ। পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, উপকরণ ও কৌশল পরিবর্তনশীল। একইভাবে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে গঠিত সংগঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ, শক্তি সঞ্চয় ও শক্তি প্রদর্শনীর জন্য প্রণীত কৌশল সময়োপযোগী হতে পারে।

অতএব, ইসলামী সমাজবিপ্লবের পথ-পদ্ধতি শাশ্বত ও চিরন্তন। যেখানে তাগুত ও বাতিল প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই ইসলামী সমাজবিপ্লবের তাকাজা। ইসলামী সমাজবিপ্লবের এ সর্বকালীন আবেদন সকল প্রতিষ্ঠিত তাগুতের তখতেই আঘাত হেনেছে। সংঘাত-সংগ্রামের ধারাবাহিক পথ অতিক্রম করে বিজয় এসেছে ইসলামী সমাজবিপ্লবের এ মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আলাহ তাবারক ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

অর্থ : "তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত (পথনির্দেশ) এবং সত্য দীন (ইসলামী জীবনব্যবস্থা)সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে এ দীনকে অপরাপর সকল দীনের (মতবাদের) ওপর বিজয়ী করে দেন।" (সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৮; সূরা সফ, আয়াত : ৯, সূরা তাওবাহ, আয়াত : ৩৩)

রাসূল সা.-এর নবুয়তী জিন্দেগীর সকল কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে দীনে হককে বিজয়ী করার লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই। মক্কী জীবনের তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাতের দাওয়াত থেকে রু করে নির্যাতন, নির্বাসন, হিজরত ও জিহাদ তথা সকল কাজের ফলাফল ইসলামের বিজয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অতএব, স্পষ্টতই বলা যায়, রাসূল সা.-এর নবুয়তী জীবনের চারটি মৌলিক কর্মসূচি তথা তা'লীম, তারবিয়াত, তাযকিয়াহ, তাবলীগ ও জিহাদ দীনে হককে প্রতিষ্ঠিত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই সংঘটিত হয়েছে। আর দীনে হকের বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গতা ঘোষিত হয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ : "আজ তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।"

সূত্র (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৩)

দীনে হক সকল যুগেই কামেল বা পরিপূর্ণ। একে প্রতিষ্ঠিত রূপ দেওয়াই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য সার্বজনীন ও সর্বকালীন। ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থ : "রাসূলদেরকে কিতাব ও মিজান দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে মানবসমাজ ন্যায়বিচার, সঠিক জীবনবিধান ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২৫)

অতএব, স্পষ্ট হলো আমাদের জীবনের লক্ষ্য। দীনে হক (ইসলামী

জীবনাদর্শ) কে সকল প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও মতাদর্শের মোকাবেলায় বিজয়ী করতে হবে। আর এ বিজয়ের পথ একটিই– তা হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এ পথই কুরআনুল কারীমের নির্দেশিত পথ। এ পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে ইসলামী সমাজবিপ্লব অকল্পনীয়। বিজয় অর্জনের পথ উল্লেখপূর্বক কুরআনুল হাকীমে ইরশাদ হয়েছে–

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি লাভজনক ব্যবসার সন্ধান দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে নিস্কৃতি দিবে? তা হলো– আলাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।" (সূরা সফ, আয়াত : ১০-১১)

বাতিল ও তাগুতের মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর এ ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকবেই। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

অর্থ : "তোমরা জিহাদ (কিতাল-সংগ্রাম) কর, যে পর্যন্ত না ফিতনা (বাতিল-তাগুত) নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯)

প্রশ্ন হলো– একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দীন পরাজিত থাকলে, দীনকে বিজয়ী করার পদ্ধতি কী হবে? বস্তুত সমাজব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের (তাগুত, কুফর ও শিরকের) মূলোৎপাটনে ইসলামী সমাজবিপ্লবের যে ধারাবাহিক কৌশল হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। হাদীস শরীফে সমাজবিপ্লবের এ চিন্তাকে শুধু অত্যাবশ্যকীয় করা হয়নি; বরং ঈমানের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَنْ رَأٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ
فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা.

বলেছেন– "তোমাদের কেউ যদি (সমাজব্যবস্থার মধ্যে) কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সে যেন বাহুশক্তি প্রয়োগ করে। আর যদি এ পরিমাণ শক্তি অর্জিত না হয়, তাহলে যেন বাকশক্তি (আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার) প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়। যদি এ পরিমাণ শক্তিও অর্জিত না হয়, তাহলে অন্তরে দৃঢ় পরিকল্পনা করবে, যেন অদূর ভবিষ্যতে অন্যায়ের উৎসমূল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।" (প্রাগুক্ত)।

সমাজবিপ্লবের উল্লেখিত ধারাবাহিক পদক্ষেপ একটি জাহেলী সমাজব্যবস্থায় দীন প্রতিষ্ঠার যথোপযুক্ত ও যথার্থ পদ্ধতি। উল্লেখিত হাদীস শরীফে সমাজব্যবস্থায় সংঘটিত অন্যায় ও প্রতিষ্ঠিত তাগুত মূলোৎপাটনের ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত। তাগুতী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার কৌশল হিসেবে হাদীস শরীফে বর্ণিত প্রথম ধাপ বা সর্বনিম্ন ধাপ হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন। সাংগঠনিক কাঠামোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সাথে পরবর্তিতে দাবি এসে যায় শক্তি অর্জনের মাধ্যমে দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করার।

এ স্তরের দাবি হলো বাকশক্তি প্রয়োগের সকল কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বাতিলকে মোকাবেলা করা। মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, সভা, সেমিনার, সম্মেলন, জনসংযোগ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রভৃতি কর্মসূচিকে এ স্তরের সময়োপযোগী কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোন সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি তাগুত ও বাতিল প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে সে প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভিকচিত্তে হকের আওয়াজ উপস্থাপন করাকে আল্লাহর রাসূল সা. সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল সা. ইরশাদ করেন, "স্বৈরাচারী জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"

(সূত্র : তিরমিযী, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৪০ হাদিস ২১৭৪)

তৃতীয় পর্যায়ে আসে বাহুশক্তি প্রয়োগের তাগিদ। অর্থাৎ বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে হকের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত আঘাত, যা কুরআনুল কারীমের ভাষায় ক্বিতাল হিসেবে অভিহিত হয়েছে। এটিই হলো জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে দীনে হক সমাজের সকল কাঠামোতে গালিব হওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং বাতিলকে চূড়ান্ত মোকাবেলায় পরাজিত করে। এ স্তরে পৌঁছতে একটি বিপ্লবকামী সংগঠনকে পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন করতে হয়। সে পরিমাণ শক্তি অর্জন করা জরুরী, যেন শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বাতিলের মোকাবেলায় নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এ স্তরে অবতীর্ণ হওয়ার শর্ত হলো বাতিলের মোকাবেলায় নিজ অস্তিত্ব ধরে রাখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে বাতিলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে হবে। উল্লেখ্য, যদি এ বিষয়ে ন্যূনতম আশংকা থাকে যে, প্রতিপক্ষ তাগুতের মোকাবেলায় নিজ অস্তিত্ব ধরে রাখা সম্ভব হবে না এবং বাতিলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করাও যাবে না; সেক্ষেত্রে এ স্তরে অবতীর্ণ হওয়া আত্মঘাতি পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। এমনকি নিজ অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হওয়ারও অধিকতর আশঙ্কা রয়েছে। আর এজন্যই প্রয়োজন প্রস্তুতি পর্ব অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন করা। শক্তি অর্জন ও অর্জিত শক্তির যথাযথ প্রদর্শনী অবশ্যই বাতিলের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করবে এবং ধারাবাহিকভাবে পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থায় হকের প্রভাব মজবুত হবে। প্রস্তুতি গ্রহণের এ পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীবাহিনীকে এ কথা গভীরভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, চূড়ান্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পূর্বে শক্তি অর্জন ও শক্তি প্রদর্শনীর ধারাবাহিকতা সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অব্যাহত রাখা চাই। তাহলেই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। দীনে হককে বিজয়ী করার মহান লক্ষ্য নিয়ে সমাজবিপ্লবের এ পথচলায় যত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে, যত ত্যাগ-কুরবানী ও মুজাহাদা সংঘটিত হবে, ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সকল কর্মসূচিই জিহাদ হিসেবে অভিহিত হবে। আর দীন প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মীবাহিনী আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার আলীশান দরবারে জিহাদের উচ্চ মর্তবা লাভ করবেন– এতে কোনই সন্দেহ নেই।

সমাপ্ত

হিজরা
বিহমি
রাহিকাল্লাহ্
খালাফ